ভোরের কাগজ

কোনো খেদ নেই

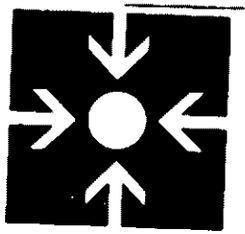

ফখরুজ্জামান চৌধুরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে কিছু কথা

ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবজনক মাইলফলক। সুবর্ণ জয়ন্তী এক বিরাট অর্জন।

১৯৫২ থেকে ২০০২ সাল। শুধু আমরা একটি শতক পার হয়ে আসিনি। নতুন মিলেনিয়াম বা সহস্রাব্দে পা রেখেছি। এই কবছরে আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু ব্যর্থতা, তার খতিয়ান নেওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন প্রতিবছর আমরা করে আসছি প্রথামাফিক। মধ্যরাতে নগ্নপায়ে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, প্রভাত ফেরি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, শপথ গ্রহণ, শহীদের চির বিশ্রামস্থল আজিমপুর গোরস্তানে শ্রদ্ধা নিবেদন। এ সব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে আমাদের মতো বিস্মরণপ্রিয় জাতির জন্য।

গত ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর ৩০তম পূর্ণাঙ্গ জেনারেল প্লেনারি সেশনে সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হলো 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি।'

এই অর্জনের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি কানাডা প্রবাসী দুজন বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও এস এম সালামকে। কী আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই ভাষা প্রেমিকের নামের সঙ্গে সমিলতা রয়েছে ভাষা-শহীদদের দুজন সালাম-রফিকের নামের!

এই দুজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আলবার্ট ভ্যানিসন (ফিলিপাইন), জেসন মরিন (ইংরেজ), কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপাইন), সুজান জিনস (ইংরেজ), ড. কেলভিন চাও (ক্যানাডিনিক), নাজনীন ইসলাম কচি (বাঙালি), রেনেটে নরটেন্স (জার্মান)।

মাতৃভাষা প্রেমিকদের তরফ থেকে এরা সম্মিলিতভাবে আবেদন করেছিলেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনানের কাছে, মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য।

তাদের আবেদনের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

'হিজ এক্সেলেন্সি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আমরা কতিপয় মাতৃভাষা প্রেমিক প্রস্তাব করছি যে, একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এই মহান ঘোষণা দ্বারা পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শিত হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বের দরবারে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধ হবে তেমনি দেশে বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণ বেড়ে গেলো।

প্রতিটি জাতির কাছে তার মাতৃভাষার আলাদা মর্যাদা। প্রতিটি মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবিদার।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনাটি এড়ানো সম্ভব হতো যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতো। তারা দেয়নি, কারণ হয়তো তখন তাদের মাথায় চেপে ছিল ইউরোপে সেই সময়ে প্রচলিত ওয়ান নেশন, ওয়ান ল্যাংগুয়েজ। এক জাতি এক ভাষা দিয়ে জাতীয় সংহতি অর্জন করার জন্য ইউরোপে এই মতবাদ চালু ছিল। কিন্তু এই মতবাদ যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিপক্ষে যায়, তা তারা বিস্মৃত হয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করেছে সম্প্রতি।

সেমিনারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে। একটি প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর অবলুপ্ত ভাষা এবং সেগুলো সংরক্ষণের উপায়। এবং তৃতীয় প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করার জন্য মাতৃভাষাই যে সবচেয়ে হৃষ্ট পদ্ধতি, এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, তা হলো মাতৃভাষাকে ভালোবাসলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় কিংবা প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করার জন্য অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি অনিবার্য।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য মাত্র একটি ভাষা এই দেশটিতে প্রচলিত। ফলে ভাষাগত কোনো সংঘাত নেই।

তবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যে নিজস্ব ভাষা আছে, তার সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে প্রধান ভাষা বাংলা ভাষীদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

এক হিসাবে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি জাতিসত্তার নাম পাওয়া গেলেও আমাদের কাছে পরিচিত নাম ২০টির মতো।

বাংলাভাষা বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ গোষ্ঠীর ভাষা। সে হিসেবেও বাংলার আলাদা গৌরব আছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব কি হবে? সেমিনারে এই প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়েছে। যেহেতু এটি এখন প্রকল্প পর্যায়ে রয়েছে, চিন্তাভাবনা করে এই প্রতিষ্ঠানটির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একটি দায়িত্ব হতে পারে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধন।

ভাষা কখনো মরে না। অপ্রচলিত হয়ে পড়তে পারে।

মোহেনজোদারো হরপ্পার শিলালিপিতে ভাষা লেখা রয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হলে কে জানে জ্ঞানের দিগন্ত কী বিশাল আকারে প্রসারিত হতো।

মাতৃভাষা নিয়ে শুধু অহঙ্কার করলেই হয় না, এর যথাযথ লালন ও পরিচর্যাও প্রয়োজন।

ফখরুজ্জামান চৌধুরী : কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

FEB. 20 2002